بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

পার্ট-৩

সীট নং-১৮

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া, বরিশাল। খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৭১২১৪৮৪৩	তারিখঃ ১০. ০৭. ২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমু'আ স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি। প্রতি জুমু'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordpress.com

ইমাম নিয়োগ পদ্ধতি

ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি কয়েকটি হতে পারে।

প্রথম পদ্ধতিঃ রাসূল (সাঃ) এর ঘোষনা করে যাওয়া যে, আমার পরে অমুক তারপর অমুক খলিফা হবে। এভাবে যদি কারও নাম ঘোষনা করে যান তাহলে তিনিই খলিফা নিযুক্ত হবেন। কোন কোন আলিম বলেন যে, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই পদ্ধতিতেই খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কেননা রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাকে সালাতের ইমামতিতে নিযুক্ত করাই এই ইঙ্গিত বহন করে যে- তিনিই 'ইমামতে কুব্‌রা' (রাষ্ট্রপ্রধান) এর অধিকারী।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ "আহ্‌লুল হাল্ল ওয়াল আক্কদ" সিদ্ধান্ত দানে সক্ষম বিচক্ষন এমন ব্যক্তিদের ঐক্যমতে "বাইয়্যাত" দানের মাধ্যমে। আলিমদের এক শ্রেণী মনে করেন যে, হযরত আবু বরক সিদ্দীক (রাঃ) এর ইমামত এই প্রকারের-ই ছিল। কেননা আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্য থেকে যারা "আহ্‌লুল হাল্ল ওয়াল আক্কদ" তারা বিভিন্ন মতামতের পরে আবু বরক (রাঃ) কে বাই'আত দেয়ার ব্যাপারে দু/একজনের বিরোধিতা ধর্তব্য নং, যেমন- সা'আদ ইবনে উবাদাহ হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বাই'আত দেয়ার ব্যাপারে রাজি হননি। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ منهاج السنة النبوية নামক কিতাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সম্পর্কে ইভয় প্রকার মতামত উল্লেখ করে লিখেছেন যে,

التحقيق ان النبى صلى الله عليه وسلم دلّ المسلمين على استخلاف ابي بكر وارشهدهم اليه بامور متعددة من اقواله وافعاله فخلافة ابي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتهاوثبوتها ورضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها وانعقدت بمبايعة المسلمين واختيا وهم اياه اختياوا استندوا فيه الى ما علموه من

تفضيل الله ورسوله وانه احقهم بهذا الامر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والاجماع جميعا ......
منهاج السنة النبوية, ج ا ص ١٤١. ١٤٠. ١٣٩

“সঠিক কথা এই যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে খলিফা বানানোর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) স্বীয় কথা এবং কাজের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং আবু বকরের খিলাফত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়া সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অপর দিকে মুসলিমিনরাও সেই দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই আবু বকর কে মনোনিত করে। অতএব আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খিলাফত 'নস' এবং ইজমা উভয় প্রকার দলীল দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [মিনহাযুস সুন্নাহ্ আন নাবরীহ' ১ম খন্ড পৃঃ ১৩৯,১৪০১৪১]

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ পূর্বের খলিফার কর্তৃক পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করে যাওয়া। যেভাবে হযরত আবু বরক (রাঃ) কর্তৃক উমর (রাঃ) কে নিয়োগ করা হয়। আবার উমরের (রা) তার ইনতিকালের পূর্বে ছয় সদস্যের শুরা গঠন করাও এই পদ্ধতিরই অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থ পদ্ধতি ঃ অস্ত্রের জোরে, শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করে নেয়া, সাধারন মুসলিমদের রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মুসলিমদের ঐক্য বজায় রাখার খাতিরে তা মেনে নেয়া; যতক্ষন পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ্ মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরকে হত্যা করে খলিফা হওয়া এই চতুর্থ পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত বলেই অনেকে মনে করেন। ইমাম ইবনে কুদামাহও “আল মুগনী” নামক কিতাবে এই মতই ব্যক্ত করেছেন।

“আহ্লুল হাল্ল ওয়াল আক্কদ” এর বৈশিষ্ট্য ঃ শুরা সদস্যের গুনাবলী

ইমাম বা খলিফা নিযুক্ত করার পদ্ধতি সমূহ থেকে “আহ্লুল হাল্ল ওয়াল আক্কদ” হচ্ছে মূল পদ্ধতি। তাই “আহ্লুল হাল্ল ওয়াল আক্কদ” এর বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা জানা আবশ্যক ঃ

১। মহিলাগণ “আহ্লুল হাল্ল ওয়াল আক্কদ” এর অন্তর্ভূক্ত নয়। সুতরাং ইমাম বা খলিফা নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না।

২। কৃতদাস, যদিও ইল্ম ও জ্ঞানে পারদর্শী হয়, তবুও সে ইমাম নিয়োগে রায় দিতে পারবে না।

৩। সাধারণ জনগণ, যাদেরকে আলিম/জ্ঞানী, বুদ্ধিমান/বিচক্ষন হিসেবে গণ্য করা হয় না, তারাও নয়।

৪। অমুসলিমদেরও খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে কোন রায় দেয়ার কোন অধিকার নেই।

৫। কেউ কেউ ইমাম বা খলিফা নিয়োগকারীদের মুজ্‌তাহিদ এবং ফাতওয়াদানে সক্ষম হওয়ার শর্ত আরোপ করেন।

৬। কাজী আল বাকিল্লানী এবং একদল মুজ্‌তাহিদ বলেন যে, "আহ্‌লুল হাল্ল ওয়াল আক্ক্‌দ" হওয়ার জন্য মুজ্‌তাহিদ হওয়া শর্ত নং বরং পূর্ণ জ্ঞানী-বিচক্ষণ দূরদর্শী, বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্তদানে সক্ষম হতে হবে।

৭। ইমামুল হারামাইন বলেন, ولكنى اشترط ان يكون المبايع ممن يفيد متابعنه هنة واقتهارا অর্থাৎ শুধু জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী নয় বরং প্রভাবশালীও হতে হবে।

ইমাম মাওয়ারদী "আহ্‌লুল হাল্ল ওয়াল আক্ক্‌দ" এম শর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

فاما اهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة- احدها العدالة الجامعة مشروط لها- والثانى العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الا مامة على الشروط المعتبرة فيها- والثالث الرأى الحكمة المؤديان الى اختيار من هو الامامة اصلح وبتد المصالح اقوي واعرف-

الاحكام السلطانية ص ٦

"নির্বাচক মন্ডলীর জন্য গ্রহণযোগ্য শর্ত তিনটি ঃ

ক. প্রথম শর্ত ঃ ন্যায়পরায়ণ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা।

খ. দ্বিতীয় শর্ত ঃ ইমাম বা খলিফা হওয়ার জন্য কে যোগ্য এবং তার কি কি শর্ত পূরণ করতে হবে, এ সংক্রান্ত ইল্‌ম থাকা।

গ. তৃতীয় শর্ত ঃ এমন রায় এবং হিক্‌মাহ এর অধিকারী হওয়া যার মাধ্যমে ইমাম হওয়ার জন্য কোন্‌ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং মুসলিম জাতির কল্যাণে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কে বেশি শক্তিশালী এবং পারদর্শী- তা নির্ণয়ে সক্ষম। [আল আহ্‌কামুস সুলতানিয়া, পৃঃ ৬]

"আহ্‌লুল হাল্ল ওয়াল আক্ক্‌দ" এর শুরা সদস্যের সংখ্যা

একথা নিশ্চিত যে, 'ইমাম নিয়োগ করার জন্য ইজমা শর্ত নয়'- এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। কারণ আবু বকর (রাঃ) কে যখন মদিনার "আহ্‌লুল হাল্ল ওয়াল আক্ক্‌দ" বাই'আত দিয়ে খলিফা নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি তৎকালীন মুসলিম ভূ-খন্ডের সর্বত্র খবর পৌছানোর এবং তাদের বাই'আত দানের অপেক্ষা না করে দায়িত্ব পালন শুরু করে দিলেন। বিচার-ফয়সালা, সেনা প্রস্তুতকরণসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সব কাজই শুরু করে দেন। চার খলিফার সকলের ব্যাপারে এমনটা ঘটেছিল। তাই মুসলিম বিশ্বের সকল "আহ্‌লুল হাল্ল ওয়াল আক্ক্‌দ" এর ইজমা শর্ত নয়।

সংখ্যা নিয়ে মতভেদ

১। কোন কোন আলিমগণ বলেন দুইজন “আহ্লুল হাল্ল ওয়াল আক্কদ” এর বাই’আত দানের মাধ্যমেই ইমাম নিযুক্ত হবে।

২। কেউ কেউ সাক্ষীদের পূর্ণ সংখ্যার ভিত্তিতে চারজন হওয়াকে শর্ত করেছেন।

৩। আবার কেউ কেউ চল্লিশ জনের শর্তও করেছে। কেননা এটা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে জুমু’আ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত।

ইমামুল হারামাইন শাঈখ আবুল মা’আলী আল জুওয়াইনী বলেন ঃ ‘এই সব মতামতগুলোই ভিত্তিহীন। আমার কাছে যেটা সঠিক বলে মনে হয় তা হচ্ছে এত পরিমাণ অনুসারী, অনুগামী ও নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণ বাই’আত দিবেন যাতে খলিফার অবস্থান গ্রহণযোগ্য, শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত হয়। যারা বিরোধিতা করবে তাদেরকে যেন খলিফার অনুসারীগণ প্রতিহত করতে পারেন।’

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, ‘ইমামুল হারামাইন যে কথা বলেছেন এটাই হচ্ছে “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ” এর বক্তব্য। যদিও ওলামাদের কেউ কেউ চারজনের কথা, কেউ দুইজনের কথা আবার কেউ একজনের বাই’আত দ্বারাও খলিফা মনোনিত হবার কথা বলেছেন, কিন্তু সেগুলো “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ” এর বক্তব্য নয়। বরং আহলুস সুন্নাহ এর মতে এমন লোকদের বাই’আত এর মাধ্যমে খলিফা নিযুক্ত হবেন যারা মুসলিম উম্মাহর উপর প্রভাব রাখেন। যাদের বাই’আত দ্বারা ইমামতের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কেননা ইমামত হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন, ক্ষমতার কেন্দ্র। আর এটা একজন, দু’জনের বাই’আত দ্বারা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ যদি এই স্বল্প সংখ্যক লোকের বাই’আত গোটা মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করে, তবে সেটা ভিন্ন কথা।’

সুতরাং যারা বলেন একজন, দু’জন .... দশজন এর বাই’আত দ্বারা ইমাম নিযুক্ত হয়ে যাবে যদিও তারা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি নয়;এটা যেমন ভূল তেমনিভাবে একজন, দু’জন .... দশজনের বিরোধিতা ইমাম নিযুক্ত করাকে বাঁধাগ্রস্থ করবে এটাও ভূল। [মিনহাজুস সুন্নাহ আল নববীয়া, পৃঃ ১৪১-১৪২]

لاإله إلا الله ঘোষণার সারমর্ম/ মূলকথা

আমরা জানি ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। আর তাওহীদের চুড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে ()। এ কালিমাকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে নিম্ম বর্ণিত বিষয়গুলোকে মেনে নেয়া ঃ

- আল্লাহ্ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরুপে বিশ্বাস না করা।

- একমাত্র আল্লাহ্‌কেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়িবের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরূপ বিশ্বান না করা।
- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ্ তা'আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা এবং আর কেই তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস না করে।
- আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও দাস বা বান্দা হয়ে থাকা যাবে না। নিজের প্রবৃত্তি ও দেশে প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ না করা।
- জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানা এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করা।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ না করা এবং ভয় না করা।
- আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে প্রিয় না জানা এবং তাঁকেই অসীম প্রেমময় এবং অসীম করুনার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।
- কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহ্‌র আইন, বিধান, শরীআহর পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা।
- জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহ্‌র নিকট করতে হবে এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে সর্বদা জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করা।
- আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হিদায়াতদানকারীরুপে বিশ্বাস না করা।
- ইবী, ফিরিশতা, ওলী-আউলিয়া, সাধু-স্বন্যাসীকে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করার এবং আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা। তবে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে পরকালে শুধু যার অনুমতি হবে (যেমন নবী ও ঈমানদারগণ) তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবে।
- কাউকে আল্লাহ্‌র সন্তান, আত্মীয়, অংশীদার বা শরীক বিশ্বাস না করা। এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুক্ত এবং পবিত্র। যিনি এক, একক- তার কোন শরীক নেই।
- কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বা অবতারত্ব স্বীকার না করা। যেমন, হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার মনে করে।

- আল্লাহ্ প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা। ছোট-বড় সব কাজই আল্লাহ্র ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা।
- নিজেকে কোন বস্তুর মালিক বা অধিকারী বলে না জানা, এমনকি স্বীয় প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক এবং মানসিক শক্তিকেও আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করা।।

মোদ্দা কথাঃ ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর কমান্ড মেনে নেওয়াই হচ্ছে لااله الا الله এর মর্ম কথা।